ষষ্ঠ অধ্যায়
বৈদেশিক খাত পরিস্থিতি

দেশীয় সম্পদ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপায় হচ্ছে উৎপাদন বৃদ্ধি ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার। রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে আমাদের মত বিপুল জনগোষ্ঠীর দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। এই কর্মসংস্থান দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করবে, পুঁজির প্রবাহ নিশ্চিত করবে, বেকার সমস্যার সমাধান এবং দারিদ্র বিমোচন করবে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ববাণিজ্যে টিকে থেকে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সবল ও গতিশীল করে তোলা সরকারের বাণিজ্যনীতির প্রধান লক্ষ্য। বাজার অর্থনীতির গতিধারা, উরুগুয়ে রাউন্ড ও বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে চুক্তির প্রেক্ষাপটে নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলাদেশে বাণিজ্য উদারীকরণের নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে।

বাণিজ্য নীতি ও সংস্কার কর্মসূচি

১৯৮০'র দশকের তুলনায় বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি বর্তমানে অনেকাংশে উন্মুক্ত। বিগত দুই দশকে এ ক্ষেত্রে অনেক সংস্কার নীতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ট্যারিফ এবং নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা এই উভয় ক্ষেত্রে সংস্কার করা হয়েছে। বাণিজ্যনীতি উদারীকরণের ক্ষেত্রে সরকার জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ধর্মীয় বিধি-বিধানের আলোকে যথাসম্ভব সীমিত সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করছে। পাশাপাশি শুল্ক কাঠামো হ্রাসসহ আমদানি-রপ্তানি নীতির অধিকতর উদারমুখী সংস্কার এবং সময়োপযোগীকরণের নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। আশির দশকে একবছর এবং নব্বই'র দশকের প্রথমার্ধে দু'বছর মেয়াদি আমদানি ও রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করা হত। পরবর্তীকালে ৫ বছর মেয়াদি বাণিজ্যনীতি (১৯৯৭-২০০২) প্রণয়ন করা হয়। উক্ত বাণিজ্যনীতি সমাপ্তির পর সরকার সম্প্রতি ৩ বৎসর মেয়াদি বাণিজ্য নীতি (২০০৩-২০০৬) ঘোষণা করেছে। বাণিজ্য নীতিতে একদিকে উরুগুয়ে রাউন্ড চুক্তি, বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি এবং বাজার অর্থনীতির আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি বিধান করা হয়েছে। অন্যদিকে দেশের আমদানি-রপ্তানির মধ্যে অনুকূল ভারসাম্যের ধারাবাহিকতা রক্ষার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

আমদানি নীতি ও গৃহীত কার্যক্রম

সরকার সম্প্রতি আমদানি নীতি, ২০০৩-২০০৬ অনুমোদন করেছে। এই নীতি ১৩ মার্চ ২০০৪ হতে ৩০ জুন ২০০৬ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ৫ বছর মেয়াদি (১৯৯৭-২০০২) আমদানি নীতির মেয়াদ ৩০ জুন ২০০২-এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সরকার উক্ত নীতির কার্যকারিতা নতুন আমদানি নীতি জারি হওয়া পর্যন্ত বলবৎ রাখে।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার প্রণীত নীতিমালা অনুযায়ী বিশ্ব বাণিজ্যে সূচিত ব্যাপক পরিবর্তন ও পণ্যের অবাধ চলাচলের কারণে বিশ্বব্যাপী যে বাণিজ্য প্রতিযোগিতা চলছে তা মোকাবেলায় আমদানি নীতি ২০০৩-০৬ সময়োপযোগী করা হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির গতিধারার সাথে সংগতি রেখে বিগত কয়েক বছর যাবৎ বাংলাদেশ বাণিজ্য নীতি উদারিকরণের পদক্ষেপ অনুসরণ করে আসছে। পণ্যের আমদানির ওপর ক্রমান্বয়ে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে শিল্পের উপাদান অধিকতর সহজলভ্য করা এবং শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে উদারভিত্তিক আমদানির সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসার ও অগ্রগতি সাধনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

আমদানি নীতি ২০০৩-২০০৬ এর মাধ্যমে প্রচলিত আমদানি নীতিতে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। দেশীয় শিল্পের স্বার্থ রক্ষা, ভোক্তার নিকট ন্যায্যমূল্যে যথাযথ মান সম্পন্ন পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি ইত্যাদি কারণে এ সকল পরিবর্তন আনা হয়েছে। এ সকল পরিবর্তনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছেঃ

- শিল্পের কাঁচামাল স্বল্প মূল্যে সহজলভ্য করা এবং ভোক্তা সাধারণের নিকট অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে উৎপাদিত পণ্য সহজলভ্য করার জন্য এ্যালুমিনিয়াম স্ক্র্যাপ, আয়রন ও ষ্টীল স্ক্র্যাপ পেপার ওয়েষ্ট এবং ব্রেক এ্যাক্রেলিক কাঁচামাল হিসেবে আমদানিযোগ্য করা হয়েছে;
- মাদকদ্রব্য হিসেবে বিষাক্ত মিথানল পান করে বিভিন্ন জেলায় অনেক লোক মৃত্যুবরণ করায় মিথানলের বাণিজ্যিক আমাদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে;
- পরিবেশ দূষণ রোধে দুই ষ্ট্রোক ইঞ্জিন বিশিষ্ট থ্রী হুইলার আমদানি নিষিদ্ধ করা হয়েছে;
- এসিডের অপব্যবহার এবং সহজলভ্যতা রোধে মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর সকল প্রকার এসিড আমদানি নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে।

আমদানি নীতির নিয়ন্ত্রিত পণ্যের তালিকায় বেশ কিছু পণ্য রয়েছে যা আপাতঃ দৃষ্টিতে আমদানি নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা আমদানিযোগ্য। মূলতঃ জনস্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং সর্বোপরি আমদানিকৃত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সেইসব পণ্যসামগ্রী শর্তপূরণ সাপেক্ষে আমদানিযোগ্য করা হয়েছে। আমদানি নীতি ২০০৩-২০০৬ এর মৌলিক বৈশিষ্টসমূহ বক্স ৬.১-এ উল্লেখ করা হ'ল।

বক্স ৬.১: আমদানি নীতি ২০০৩-২০০৬ এর মৌলিক বৈশিষ্টসমূহ

- আমদানি বাণিজ্যে বিরাজমান বিপুল ভারসাম্যহীনতা নিরসনকল্পে অত্যাবশ্যক নহে এমন পণ্যের আমদানি নিরুৎসাহিত করা;
- আধুনিক প্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারকল্পে অবাধ প্রযুক্তি আমদানির সুবিধা;
- রপ্তানি সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে সর্বাধিক সুযোগ প্রদান করে দেশীয় রপ্তানিকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করা;
- সরকারের কর বহির্ভূত আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে আমদানিকৃত পণ্যের গুণগত মান নিয়ন্ত্রণে পদক্ষেপ গ্রহণ।

এরূপ বিষয় ভিত্তিক আমদানি নীতি প্রণয়নের ফলে দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়া ও রপ্তানি বাণিজ্যের দ্রুত বৃদ্ধি ও অগ্রগতি সাধিত হবে এবং দেশের কৃষি খাতের উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য পরিচর্যা, জননিরাপত্তা বিধান ও পরিবেশ সংরক্ষণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ট্যারিফ ব্যবস্থা (regime) সহজীকরণ

কার্যকর (operative) ট্যারিফ হারের সাথে বিধিবদ্ধ (statutory) ট্যারিফ হার সমান করে এবং ট্যারিফ বাধা ও ট্যারিফ ধাপের সংখ্যা হ্রাস করে ট্যারিফ ব্যবস্থাকে সহজীকরণ করা হয়েছে। ট্যারিফ ধাপের সংখ্যা ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে ছিল ১৫। উক্ত ট্যারিফ ধাপের সংখ্যা বর্তমানে ৫ এ হ্রাস করা হয়েছে। ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে সর্বোচ্চ শুল্কহার ৩০০ শতাংশ ছিল যা ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ৩০ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে। ট্যারিফ কাঠামো সরলীকরণ করার জন্য ২০০১-০২ অর্থবছর থেকে কার্যকর এবং বিধিবদ্ধ ট্যারিফ হার সমান করা হয়েছে।

ট্যারিফ হ্রাস

১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে বিদ্যমান অভারিত ট্যারিফ হার-এর গড় ছিল ৪৭.৪ শতাংশ যা ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ১৫.৬৫ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। গড় ভারিত শুল্কহার ১৯৯২-৯৩ অর্থবছরে ২৩.৬ শতাংশ ছিল যা ২০০৩-০৪ অর্থবছরে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ১১.০৫ শতাংশে হ্রাস পায়। আমদানি শুল্কের অভারিত ও ভারিত গড় হার সারণি ৬.১ ও ৬.২-এ দেখানো হয়েছে।

সারণি ৬.১ঃ গড় আমদানি শুল্ক হারের ওপর শুল্ক সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর	অভারিত গড় (%)	আমদানী ভারিত গড় (%)
১৯৯২-৯৩	৪৭.৪	২৩.৬
১৯৯৩-৯৪	৩৬.০	২৪.১
১৯৯৪-৯৫	২৫.৯	২০.৮
১৯৯৫-৯৬	২২.৩	১৭.০
১৯৯৬-৯৭	২১.৫	১৮.০
১৯৯৭-৯৮	২০.৭	১৬.০
১৯৯৮-৯৯	২০.৩	১৪.১
১৯৯৯-০০	১৯.৫	১৩.৮
২০০০-০১	১৮.৬	১৫.১
২০০১-০২	১৭.১৩	৯.৭৩
২০০২-০৩	১৬.৫১	১২.৪৫
২০০৩-০৪ (জুলাই- ফেব্রুয়ারি)	১৫.৬৫	১১.০৫

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

সারণি ৬.২ঃ পণ্যের ধরণের ভিত্তিতে গড় আমদানি শুল্কের ওপর শুল্ক সংস্কারের প্রভাব

অর্থবছর/ আমদানীর ধরণ	১৯৯৮-৯৯		১৯৯৯-০০		২০০০-০১		২০০১-০২		২০০২-০৩		২০০৩-০৪ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)	
	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়	অভারিত গড়	ভারিত গড়
প্রাথমিক পণ্য	২১.৪	৯.৫	১৫.৬	১৩.৬	১৫.৭	১৪.৯	২০.১০	৯.৪৩	২০.৯৮	১১.৯২	১৯.৮৯	১০.০২
মধ্যবর্তী পণ্য	১৯.০	২১.৩	১৭.১	১৫.১	১৭.৭	১৫.০	১৫.৬১	১৬.১৮	১৪.৮৯	১৫.৮৬	১৪.৪২	১৪.৭২
মূলধনী পণ্য	১২.৩	৮.১	১৬.১	৯.৯	১১.৩	১০.৪	৬.৯৭	৩.২৬	৮.০৩	৭.৯৭	৭.৮৫	৬.৩৪
চূড়ান্ত ভোগ্যপণ্য	২৯.২	১৭.৬	৩১.০	১৬.৫	২৯.৬	২০.৩	২৬.০০	১৩.৯৬	২২.৯৪	১১.৭২	২১.৩৪	১১.৪০

উৎসঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

রপ্তানি নীতি ও গৃহীত কার্যক্রম

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও বিশ্বায়ন একদিকে রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভূত সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে, অন্যদিকে বাংলাদেশের মত অনুন্নত প্রযুক্তি ও স্বল্প পুঁজি নির্ভর দরিদ্র দেশকে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করে দিয়েছে। আমদানির ক্ষেত্রে শুল্ক কাঠামোর হারের ক্রমহ্রাসের ফলে আমদানি বিকল্প দেশীয় শিল্প সংস্থাকে ক্রমশঃ অধিকতর

প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অন্যদিকে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সংগে প্রতিযোগিতা করে রপ্তানি শিল্পকে টিকে থেকে এর প্রসার ঘটাতে হচ্ছে। এ সব প্রতিকূল পরিস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রেখে ৫ বছর মেয়াদি (১৯৯৭-২০০২) রপ্তানি নীতি প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নীতি মেয়াদ সমাপ্তির পর সরকার সম্প্রতি ৩ বৎসর মেয়াদি রপ্তানি নীতি ২০০৩-২০০৬ প্রণয়ন করেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আসে তৈরি পোশাক থেকে। এদিকে তৈরি পোশাক রপ্তানি বাজারও সীমিত। উত্তর আমেরিকা অঞ্চল ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আমাদের রপ্তানি পণ্যের প্রধান গন্তব্যস্থল। জাপান ও অষ্ট্রেলিয়ায় পোশাক রপ্তানির ভাল বাজার থাকলেও আমরা এখনও ঐ বাজারে সক্রিয়ভাবে প্রবেশ করতে পারিনি। পোশাক রপ্তানির ক্ষেত্রে এমএফএ-উত্তরকালে অর্থাৎ ২০০৫-এর শুরু থেকে বাংলাদেশের রপ্তানি-বাণিজ্যে এ শিল্পের ভূমিকায় বড় ধরণের পরিবর্তনের সম্ভবনা রয়েছে। আমাদের অর্থনীতির বুনিয়াদকে দৃঢ় করতে হলে এ পরিবর্তনকে বাংলাদেশের অনুকূলে আনতে হবে।

বর্তমানে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য প্রধানতঃ দু'টি পণ্যের (তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার ৭৫%, এবং হিমায়িত খাদ্য ৬%) ওপর নির্ভরশীল। রপ্তানির এরূপ সংকীর্ণ ভিত্তি আমাদের দেশের জন্য কাম্য নয়। আমাদের তাই অধিক মূল্যের এবং নতুন পণ্য তৈরী করতে হবে, নকশার উৎকর্ষ সাধন করতে হবে এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার উপযোগী পণ্য সামগ্রী বিক্রির জন্য নতুন বাজার খুঁজে বের করতে হবে।

সরকার বহির্বিশ্বে বাংলাদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও নরওয়ে-এর বাজারে বাংলাদেশী পণ্যের স্বল্প শুল্ক হারে প্রবেশের সুবিধা পাওয়া গেছে এবং কানাডায় রেকর্ড পরিমান রপ্তাণি বৃদ্ধি পেয়েছে। সীমিত আকারে হলেও থাইল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তানে বাংলাদেশী পণ্যের স্বল্প শুল্ক হারে প্রবেশের সুবিধা পাওয়া গেছে। চীন, রাশিয়া, মালয়েশিয়া ও পাশ্ববর্তী অন্যান্য দেশসমূহের সাথেও এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চলছে যা সুফল বয়ে আনতে পারে। তবে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার বা বিশেষ সুবিধা প্রাপ্তিও মূল কথা নয়, এর সদ্ব্যবহারই প্রধান বিবেচ্য।

পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে বাস্তবানুগ নীতিগত পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যে আমাদের অবশ্যই টিকে থাকাতে হবে। সংকীর্ণ ভিত্তির ওপর নির্ভরতার ঝুঁকি পরিহারের জন্য রপ্তানি বাণিজ্যের অন্যান্য শাখায়ও বাংলাদেশকে অগ্রসর হতে হবে। প্রচলিত খাতের রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং একই সঙ্গে পণ্যের মানও উন্নততর ও প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের হতে হবে। এতদিনকার অপ্রচলিত খাত যেমন, ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলোজি (আইসিটি), অটো-পার্টসসহ হালকা ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, অ্যাগ্রো-প্রসেসিং ও ঔষধ খাতে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এর জন্য উপযুক্ত বাজার খুঁজে বের করতে হবে।

রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানিকারকদের এলসি ও চুক্তিভিত্তিক উভয় পদ্ধতিতেই মূল্য পরিশোধের সুবিধা প্রদান প্রয়োজন। এ ছাড়াও দেশে প্রচলিত মূল্য সংযোজন কর, শুল্ক করসমূহকে আরও যুগোপযোগী এবং বাস্তবমুখী করা প্রয়োজন। তাছাড়া আরো নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি বাস্কেটে সংযোজন করতে হবে।

এ প্রেক্ষাপটে রপ্তানি নীতি ২০০৩-২০০৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। রপ্তানি নীতিতে ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫ এবং ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে রপ্তানি আয়ের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ৭,৬২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ৮,৫৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ৯,৫৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ নীতিমালায় বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ কার্যকর করা হলে ভবিষ্যতে সম্ভাব্য সকল প্রতিকূলতা কাটিয়ে উল্লেখ্যযোগ্য হারে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

বক্স ৬.২ রপ্তানি নীতির লক্ষ্য ও কলা-কৌশল

রপ্তানি নীতির লক্ষ্য

- রপ্তানি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান যেমন, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি)-এর পুনর্গঠনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা ও কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি, রপ্তানির সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহ যেমন, শুল্ক অধিদপ্তর, সমুদ্র ও স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ, মৎস্য অধিদপ্তর, বিএসটিআই, চা-বোর্ডসহ ট্রেড বডিসমূহের ক্যাপাসিটি বিলডিং করা;
- পণ্যের বহুমুখীকরণ;
- পণ্যের মান উন্নয়ন, উচ্চমূল্যের পণ্য উৎপাদন ও ডিজাইনের উৎকর্ষ সাধন;
- রপ্তানিপণ্যের বাজার সম্প্রসারণের জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন, কম্পিউটার প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, ই-কমার্সসহ সকল আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার;
- রপ্তানিযোগ্য সর্বাধিক পরিমান পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ক্ষেত্রবিশেষে ব্যাকওয়ার্ড ও ফরওয়ার্ড লিংকেজ গড়ে তোলা;
- নতুন রপ্তানিকারক সৃষ্টি ও বর্তমান রপ্তানিকারককে সর্বতোভাবে কার্যকর সহায়তা প্রদান ও বিজনেস ফ্রেন্ডলি মনোভাব প্রতিষ্ঠা করা;
- বাণিজ্যে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা;
- বিশ্ব বাণিজ্যের রীতিনীতি সম্পর্কে ট্রেড বডি, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সম্যক জ্ঞানসম্পন্ন করে গড়ে তোলা।

রপ্তানি নীতির কলা-কৌশল

- প্রয়োজনীয় সংখ্যক পণ্য উন্নয়ন কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে রপ্তানি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান;
- বিদেশে পণ্যের চাহিদা সংক্রান্ত মার্কেট ইনটেলিজেনস, উচ্চতর মূল্যপ্রাপ্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারককে সহায়তা প্রদান;
- ট্রেডিং হাউস ও রপ্তানি হাউসসহ বিবিধ প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে রপ্তানি উন্নয়নে উৎসাহ প্রদান;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পণ্যের মান নিশ্চিত করার জন্য সীল অব কোয়ালিটি অরগানাইজেশন বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা প্রদান।
- স্বল্প সময়ে বাণিজ্যিক বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল আরবিট্রেশন সেন্টার' বা সমজাতীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সহায়তা করা;
- পণ্যের ডিজাইন ও উৎপাদনে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করতে উৎপাদনকারীকে সহযোগিতা প্রদান;
- রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনকারী দেশসমূহের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে রপ্তানিকারকদের পরিচিতি বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান; এবং
- পণ্য পরিচিতি ও পণ্য বাজারজাতকরণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী পণ্যের একক মেলা অনুষ্ঠান ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মেলায় যোগদানের ক্ষেত্রে রপ্তানিকারককে সহায়তা প্রদান।

আমদানি পরিস্থিতি

২০০০-০১ ও ২০০১-০২ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয় ছিল যথাক্রমে ৯৩৩৫ ও ৮৫৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০১-০২ অর্থবছরে আমদানি খাতে প্রবৃদ্ধি ৮.৫ শতাংশ হ্রাস পায়। কিন্তু ২০০২-০৩ অর্থ বছরে আমদানি ১৩.১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে

৯৬৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়ায়। পণ্যের শ্রেণীবিন্যাস অনুযায়ী দেখা যায় ২০০১-০২ অর্থবছরে চালের আমদানি ব্যয় ছিল ১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং গত অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ২১১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সে তুলনায় গম আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি তুলনামূলকভাবে কম ছিল। ২০০১-০২ অর্থবছরে গম আমদানি ব্যয় ছিল ১৭১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০০২-০৩ অর্থবছরে ১৫.৭৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। গত অর্থ বছরে খাদ্যশস্য, ভোজ্য তেল, তুলা, পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্যের আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে।

২০০৩-০৪ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসের (জুলাই-মার্চ) সাময়িক হিসেবে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৮৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়কালের আমদানি ব্যয় প্রায় ৬৭৯১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ১৫.৪ শতাংশ বেশি। আমদানি পরিস্থিতি সারণি ৬.৩-এ তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৬.৩ঃ আমদানি প্রবৃদ্ধি ও আমদানির শ্রেণীবিন্যাস

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

দ্রব্যসমূহ	২০০০-২০০১	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪* (জুলাই-মার্চ)
ক) প্রধান প্রাথমিক পণ্যসমূহঃ	**১০৪৬**	**৮১২**	**১১৩৩**	**১০০৫**
চাল	১৭২	১৫	২১১	১২৯
গম	১৭৭	১৭১	১৯৮	১৯৪
তৈল বীজ	৬৪	৭২	৬৪	৫৯
অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম	২৭৩	২৪২	২৬৭	২০৩
তূলা	৩৬০	৩১২	৩৯৩	৪২০
খ) প্রধান শিল্পজাত পণ্যসমূহঃ	**১৩১৮**	**১১৬৭**	**১৪০৬**	**১২৫৮**
ভোজ্য তৈল	২১৮	২৫১	৩৬৪	৩৫৯
পেট্রোলিয়াম শিল্প সামগ্রী	৫৬৬	৪৮১	৬২০	৪৭২
সার	১২৯	১০৭	১০৯	১৩৫
সিমেন্ট	৪৪	৬	২	১
ষ্টেপল ফাইবার	৩৯	৩৯	৪১	৪৫
সূতা	৩২২	২৮৩	২৭০	২৪৬
গ) মূলধনী দ্রব্যসমূহ	**২৫১৫**	**২৬১৭**	**২৭৩৫**	**১৬৩৫**
ঘ) অন্যান্য পণ্য (ইপিজেডসহ)	**৪৪৫৬**	**৩৯৪৪**	**৪৩৮৪**	**৩৯৩৯**
সর্বমোট	**৯৩৩৫**	**৮৫৪০**	**৯৬৫৮**	**৭৮৩৭**
শতকরা পরিবর্তন (%)	১১.৫	-৮.৫	১৩.১	১৫.৪**

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * সাময়িক ** শতকরা পরিবর্তন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়।

রপ্তানি পরিস্থিতি

২০০২-০৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ৬৫৪৮.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০০১-০২ অর্থবছরের মোট রপ্তানি আয় ৫৯৮৬.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অপেক্ষা ৯.৩৯ শতাংশ বেশী। ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই,০৩-মার্চ,০৪) রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়ায় ৫৪২০.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের একই সময়ে রপ্তানি আয় ছিল ৪৭২২.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ গত অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসের রপ্তানি আয়ের তুলনায় চলতি অর্থ বছরের একই সময়ে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি ১৪.৮০ শতাংশ যা অর্থনীতির জন্য আশাব্যাঞ্জক।

প্রধান প্রধান পণ্যভিত্তিক রপ্তানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পূর্ববর্তী অর্থবছরের এই সময়ের তুলনায় তৈরী পোষাক (৯.৭৯%), নিট পোষাক (২৫.৪২%), হিমায়িত খাদ্য (১৩.১১%), রাসায়নিক সার (১৮.৭৮%), চা (১১.২৫%) এবং চামড়া (৭.৮০%) বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে কাঁচাপাট (৯.৫৪%) এবং পাটজাতপণ্য (৩.৮৪%) খাতে রপ্তানি আয় হ্রাস পেয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের মধ্যে উল্লিখিত ৮টি পণ্যের মোট অবদান প্রায় ৯০ শতাংশ। তেমনিভাবে মাত্র চারটি বাজারে (ই.ইউ. ৫৬ শতাংশ, যুক্তরাষ্ট্র ২৬ শতাংশ, কানাডা ৪ শতাংশ এবং জাপান ২ শতাংশ) আমাদের পণ্যের প্রায় ৮৮ শতাংশ সীমাবদ্ধ। সারণি ৬.৪-এ পণ্যের শ্রেণীভিত্তিক রপ্তানি প্রবৃদ্ধি উল্লেখ করা হ'ল।

সারণি ৬.৪ঃ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্য শ্রেণীর গঠন

	মোট রপ্তানি (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)				মোট রপ্তানির অংশ			প্রবৃদ্ধি		
পণ্য গ্রুপ	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০২-০৩ (জুলাই-মার্চ)	২০০৩-০৪ (জুলাই-মার্চ)	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪ (জুলাই-মার্চ)	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪ (জুলাই-মার্চ)
১। প্রাথমিক পণ্য	**৩৯০.৩০**	**৪৬২.৫৯**	**৩৪৫.৭৮**	**৩৮১.৩৮**	**৬.৫২**	**৭.০৬**	**৭.০৪**	**(১৯.৪৬)**	**১৫.৫২**	**১০.৩০**
তন্মধ্যেঃ										
ক) হিমায়িত খাদ্য	২৭৬.১১	৩২১.৮১	২৪১.৯০	২৭৩.৬১	৪.৬১	৪.৯১	৫.০৫	(২৩.৯৮)	১৬.৫৫	১৩.১১
খ) চা	১৭.৩৮	১৫.৪৭	১২.৭১	১৪.১৪	০.২৯	০.২৪	০.২৬	(১৯.৪৬)	(১০.৯৯)	১১.২৫
গ) কৃষিজাত পণ্য	২৩.০০	২৫.৪৫	২০.৯৯	২৪.৩১	০.৩৮	০.৩৯	০.৪৫	২৭.৭৮	১২.৯৬	১৫.৮২
ঘ) কাঁচা পাট	৬১.১৩	৮২.৪৬	৫৭.৫৭	৫২.০৮	১.০২	১.২৬	০.৯৬	(৯.০১)	৩৪.৮৯	(৯.৫৪)
ঙ) অন্যান্য	১২.৬৮	১৭.৪০	১২.৬১	১৭.২৪	০.২১	০.২৬	০.৩২	(১৩.৩৩)	৩২.৩২	৩৬.৭২
২। শিল্পজাত পণ্য	**৫৫৯৫.৭৯**	**৬০৮৫.৮৫**	**৪৩৭৬.৪১**	**৫০৩৯.৫৫**	**৯৩.৪৮**	**৯২.৯৪**	**৯২.৯৬**	**(৬.৪৭)**	**৮.৭৬**	**১৫.১৫**
তন্মধ্যেঃ										
ক) তৈরী পোষাক	৩১২৪.৫৬	৩২৫৮.২৭	২৩৪৯.৬৩	২৫৭৯.৬৯	৫২.২০	৪৯.৭৬	৪৭.৫৯	(৭.১২)	৮.২৮	৯.৭৯
খ) নীটওয়্যার	১৪৫৯.২৪	১৬৫৩.৮৩	১১৮৪.১১	১৪৮৫.১৫	২৪.৩৮	২৫.২৬	২৭.৩৯	(২.৪৮)	১৩.৩৪	২৫.৪২
গ) চামড়া	২০৭.৩৩	১৯১.২৩	১৩৬.৫১	১৪৭.১৬	৩.৪৬	২.৯২	২.৭১	(১৮.৩৫)	(৭.৭৭)	৭.৮০
ঘ) পাটজাত পণ্য	২৪৩.৫৩	২৫৭.১৮	১৯৩.৬১	১৮৬.১৮	৪.০৭	৩.৩৯	৩.৪৫	৫.৭২	৫.৬১	(৩.৮৪)
ঙ) সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	৬৬.৫৭	১০০.৪৯	৭০.৮২	৮৪.১২	১.১১	১.৫৩	১.৫৫	(৩১.৫১)	৫০.৯৫	১৮.৭৮
চ) জুতা	৪৮.৪৯	৪৬.৬০	৩৫.৪৪	৪৮.০৫	০.৮১	০.৭১	০.৮৯	০.৬৬	(৩.৯০)	৩৫.৫৮
ছ) সিরামিক সমামগ্রী	১৭.৫০	১৮.৮২	১৩.৩৭	১৮.২৯	০.২৯	০.২৯	০.৩৪	(৮.২৩)	৭.৫৪	৩৬.৮০
জ) প্রকৌশল দ্রব্যাদি	১.৩৭	১২.৯১	৪.৪৪	৩১.০০	০.০২	০.১৯	০.৫৭	(৫১.৭৬)	৮৪২.৩৪	৫৯৮.২০
ঝ) পেট্রোলিয়াম উপজাত	৯.৯০	৩১.২৩	২১.৭৭	২১.২৬	০.১৭	০.৪৮	০.৩৯	(২.৫৬)	২১৫.৪৫	(২.৩৪)
ঞ) হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৬.০০	৫.৯৫	৪.২২	২.৪৮	০.১০	০.০৯	০.০৫	(১৪.২৯)	(২.৭৮)	(৪১.২৩)
ট) অন্যান্য	৪১১.৩০	৫০৯.৩৪	৩৬২.৪৯	৪৩৬.১৭	৬.৮৭	৭.৭৮	৮.০৫	(৯.২৯)	২৩.৮৪	২০.৩৩
মোট রপ্তানি	**৫৯৮৬.০৯**	**৬৫৪৮.৪৪**	**৪৭২২.১৯**	**৫৪২০.৯৩**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**১০০.০০**	**(৭.৪৪)**	**৯.৩৯**	**১৪.৮০**

উৎসঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ।
* বন্ধনীর মধ্যে সংখ্যা ঋণাত্মক।

দক্ষিণ এশিয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (সাপটা-SAPTA)

আঞ্চলিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়া অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (SAPTA) ৭ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ তারিখে কার্যকর হয়। উক্ত চুক্তির আওতায় স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর পূর্ব নির্ধারিত রুলস্ অব অরিজিন শিথিল করা হয়েছে। এ যাবৎ SAPTA-এর আওতায় তিন দফা দেনদরবার সংক্রান্ত (Negotiation) বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকসমূহে বিভিন্ন পণ্যের কাভারেজ এবং শুল্ক হ্রাসের বিষয়টি বিবেচিত হয়। ইতোমধ্যে ৬ ডিজিট হারমোনাইজড সিস্টেম (এইচ.এস.) কোড ভিত্তিক প্রায় ২,১০০টি পণ্যখাতে ৭.৫% থেকে ১০০% হারে শুল্ক রেয়াত আদান-প্রদানও করা হয়েছে। এছাড়া ১৮০টি পণ্য সামগ্রীর ওপর থেকে নন-ট্যারিফ প্রতিবন্ধকতা প্রত্যাহার করা হয় এবং স্বল্প উন্নত দেশসমূহের রপ্তানি পণ্যের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ৪০% স্থানীয় মূল্য সংযোজন এর পরিবর্তে ৩০% মূল্য সংযোজনের হার পুনঃনির্ধারিত হয়েছে। সার্ক অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ''এগ্রিমেন্ট অন দি প্রমোশন এন্ড প্রটেকশন অব ইনভেষ্টমেন্ট'' স্বাক্ষরের লক্ষ্যে নেগোশিয়েশন চলছে।

দক্ষিণ এশিয়া মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (সাফটা-SAFTA)

গত ৪-৬ জানুয়ারি-২০০৪ সালে ইসলামাবাদে অনুষ্ঠিত দ্বাদশ সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে পারস্পারিক বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে SAFTA চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পদ্ধতিগত বিষয়াদি সম্পন্ন করা এবং সদস্য দেশসমূহের অনুমোদনের (ratification) পর চুক্তিটি ১ জানুয়ারি ২০০৬ সাল থেকে সার্ক সচিবালয়ের নোটিফিকেশনের মাধ্যমে কার্যকর হবে। সাফটা চুক্তির আওতায় কেবল পণ্য বাণিজ্য অন্তর্ভুক্ত হবে। চুক্তিটি বাস্তবায়িত হবে কতগুলো ইন্সট্রুমেন্টের মাধ্যমে। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বাণিজ্য উদারীকরণ কর্মসূচি, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাদি, পরামর্শ এবং বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া, সুরক্ষামূলক ব্যবস্থাদি (safeguard measures) এবং সদস্যদেশসমূহের সম্মতিক্রমে গৃহীত অন্যান্য ব্যবস্থাদি।

সাফটা চুক্তির আওতায় স্বল্পোন্নত দেশগুলো নিম্নলিখিত বিশেষ সুবিধা ভোগ করতে পারবেঃ

- সাফটা চুক্তি বাস্তবায়নের ৩ বছরের মধ্যে জোটের উন্নয়নশীল সদস্য দেশসমূহ স্বল্পোন্নত সদস্য দেশসমূহের পণ্যের ক্ষেত্রে শুল্ক হার ০-৫% এ হ্রাস করবে। অপরদিকে, স্বল্পোন্নত দেশগুলো তাদের শুল্ক হার ১০ বছরে ০-৫% এ হ্রাস করবে;
- স্বল্পোন্নত দেশগুলো অপেক্ষাকৃত বড় আকারের সেনসিটিভ লিস্ট প্রণয়ন করে অভ্যন্তরীণ বাজার ও শিল্প সংরক্ষণ করার এবং কাস্টম শুল্ক বাবদ রাজস্ব আদায়ের ওপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া এড়ানোর সুযোগ পাবে;
- স্বল্পোন্নত দেশগুলোর রপ্তানি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পণ্যাদি উন্নয়নশীল সদস্য দেশগুলোর সেনসিটিভ লিষ্টভুক্ত না করার জন্য স্বল্পোন্নত দেশগুলো ডেরোগেশন চাইতে পারবে;
- সাফটা চুক্তি বাস্তবায়নের ফলে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের কাস্টমস শুল্ক সংগ্রহ কমে গেলে, সে ক্ষতি পূরণের জন্য স্বল্পোন্নত দেশসমূহ কমপেনসেশন দাবী করতে পারবে;
- এন্টি-ডাম্পিং এবং/অথবা কাউন্টারভেইলিং ডিউটি আরোপের ক্ষেত্রে চুক্তিভুক্ত উন্নয়নশীল সদস্য দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে কনসালটেশনের সুবিধা দেবে; এবং
- সাফটা চুক্তির আওতায় বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়তা প্রদানের জন্য উন্নয়নশীল সদস্য দেশসমূহ স্বল্পোন্নত সদস্য দেশসমূহকে টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স প্রদান করবে।

বিগত ২-৩ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে ইলামাবাদে অনুষ্ঠিত সার্কের কাউন্সিল অব মিনিস্টারস এর ২৪তম সেশনে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, সাউথ এশিয়ান ফ্রি ট্রেড (সাফটা)'র কমিটি অফ এক্সপার্টস সাফটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর নিম্নোক্ত ৪ টি আউটস্ট্যান্ডিং বিষয়ে নেগোসিয়েশন চালিয়ে যাবে। বিষয়সমূহ হ'লঃ

- সাফটা রুলস অব অরিজিন;
- সেনসিটিভ লিস্ট;
- টেকনিক্যাল এ্যাসিসটেন্স টু দ্যা লিস্ট ডেভেলপড কন্ট্রাক্টিং স্টেটস এবং
- মেকানিজম ফর কমপেনসেশন অফ রেভেনিউ লস ফর দ্যা লিস্ট ডেভেলপড কন্ট্রাক্টিং স্টেটস।

বিগত ৬ জানুয়ারি ২০০৪ তারিখে সাফটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পর এ পর্যন্ত কমিটি অফ এক্সপার্টস এর দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিগত ২৬-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তারিখে কাঠমুন্ডুতে প্রথম সভা এবং ৫-৭ মে ২০০৪ এ ইসলামাবাদে কমিটি অফ এক্সপার্টস এর দ্বিতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১ জানুয়ারি, ২০০৬ তারিখে সাফটা চুক্তি বাস্তবায়িত হবার পূর্বে কমিটি অফ এক্সপার্টস উল্লেখিত চারটি আউটষ্ট্যান্ডিং বিষয়ের ওপর নেগোসিয়েশন সম্পন্ন করবে। এ চারটি বিষয়ের ওপর আলোচনার ফলাফল সাফটা চুক্তির ইন্টিগ্রাল পার্ট হিসেবে বিবেচিত হবে।

সাফটা চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন সদস্য দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

দ্বিপাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

বাংলাদেশ বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে পৃথকভাবে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকার সাথে দ্বি-পাক্ষিক মুক্ত বাণিজ্য বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথম রাউন্ডের আলোচনা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের সাথে ইতোমধ্যে ২য় রাউন্ড আলোচনা হয়েছে। এ সকল বাণিজ্য চুক্তির ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য নবদিগন্তের সূচনা হবে বলে আশা করা যায়।

বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার

বাংলাদেশ গত এক দশকের উর্ধ্বে নমনীয় মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থা অনুসরণ করে আসছে। ইতোপূর্বে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হারকে প্রতিযোগিতামূলক পর্যায়ে রাখার জন্য অন্যান্য দেশের মুদ্রাস্ফীতির হার, মুদ্রার বিনিময় হারের গতিবিধি এবং বাণিজ্যে অংশীদারিত্ব বিবেচনায় রেখে টাকার বিনিময় হার পরিবর্তন করা হত। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় ব্যবস্থাপনায় সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ৩১ মে ২০০৩ থেকে সরকার বাজার ভিত্তিক ভাসমান বিনিময় হার ব্যবস্থা চালু করেছে। ভাসমন মুদ্রা বিনিময় হার চালুর পর অর্থনীতিতে কোন অস্থিতিশীলতা দেখা দেয়নি। সারণি ৬.৫-এ বিগত এক দশকে ১ মার্কিন ডলারের বিপরীতে টাকার গড় বিনিময় হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ৬.৫ঃ ১ মার্কিন ডলারের সংগে টাকার গড় বিনিময় হার

অর্থবছর	গড় বিনিময় হার
১৯৯২-৯৩	৩৯.১৪
১৯৯৩-৯৪	৪০.০০
১৯৯৪-৯৫	৪০.২০
১৯৯৫-৯৬	৪০.৮৪
১৯৯৬-৯৭	৪২.৭০
১৯৯৭-৯৮	৪৫.৪৬
১৯৯৮-৯৯	৪৮.০৬
১৯৯৯-০০	৫০.৩১
২০০০-০১	৫৩.৯৬
২০০১-০২	৫৭.৪৩
২০০২-০৩	৫৭.৯০
২০০৩-০৪ (জুলাই-মার্চ)	৫৮.৬২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

সারণি ৬.৬-এ জুন, ১৯৯২ থেকে ২৯ এপ্রিল, ২০০৪ পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছে। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ৩০ জুন, ১৯৯৫ এ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ছিল ৩০৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু পরবর্তীকালে এ স্থিতির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়ে জুন, ২০০১-এ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি দাঁড়ায় ১৩০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য ২০০১-০২ অর্থ বছরে সরকার নানাবিধ প্রণোদনাসহ কতিপয় বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করায় ৩০ জুন, ২০০২-এ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি ক্রমাগত সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়। গত অর্থবছরেও গৃহীত কর্মসূচিসমূহের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকায় ৩০ জুন, ২০০৩ এ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৪৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২৯ এপ্রিল, ২০০৪ এ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৭৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

সারণি ৬.৬ ঃ বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	বৈদেশিক মুদ্রার স্থিতি
৩০.০৬.১৯৯২	১৬০৮
৩০.০৬.১৯৯৩	২১২১
৩০.০৬.১৯৯৪	২৭৬৫
৩০.০৬.১৯৯৫	৩০৭০
৩০.০৬.১৯৯৬	২০৩৯
৩০.০৬.১৯৯৭	১৭১৯
৩০.০৬.১৯৯৮	১৭৩৯
৩০.০৬.১৯৯৯	১৫২৩
৩০.০৬.২০০০	১৬০২
৩০.০৬.২০০১	১৩০৭
৩০.০৬.২০০২	১৫৮৩
৩০.০৬.২০০৩	২৪৭০
২৯.০৪.২০০৪	২৭৪৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

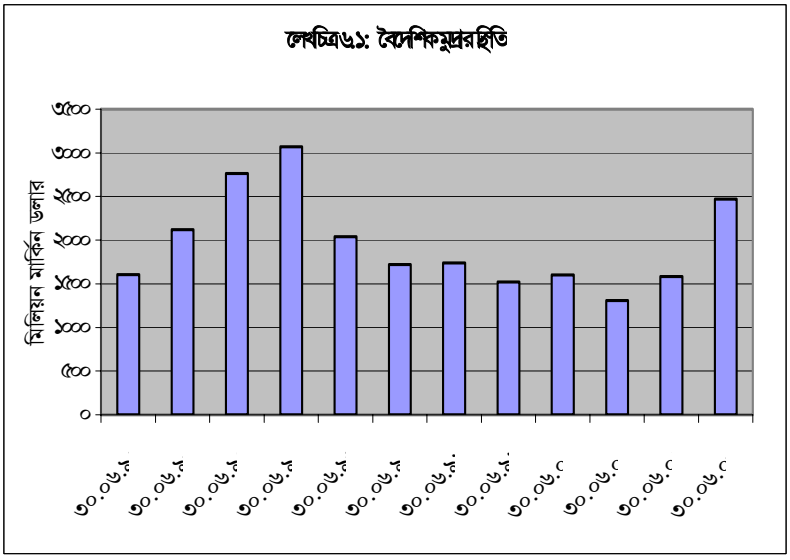

বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য

সারণি ৬.৭-এ ২০০০-০১ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ পর্যন্ত বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৩-০৪ অর্থ বছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাণিজ্য ঘাটতি ছিল ১২০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সাময়িক) যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এর পরিমাণ ছিল ৯১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। লক্ষ্যণীয় যে, ২০০৩-০৪-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাণিজ্য ঘাটতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৮৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৩১.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে আলোচ্য সময়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্ত হয়েছে ৬২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (সাময়িক) যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের উদ্বৃত্ত (৬৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) থেকে ৬.৩% কম। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় চলতি স্থানান্তর প্রবাহ ১০.৮% বৃদ্ধি ও সেবা খাতে ১০.৬% ঘাটতি হ্রাস পেলেও আয় হিসাবে ৩৮.৩% ঘাটতি বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য ঘাটতি ৩১.৩% বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে চলতি হিসাবের উদ্বৃত্ত পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৬.৩% হ্রাস পায়।

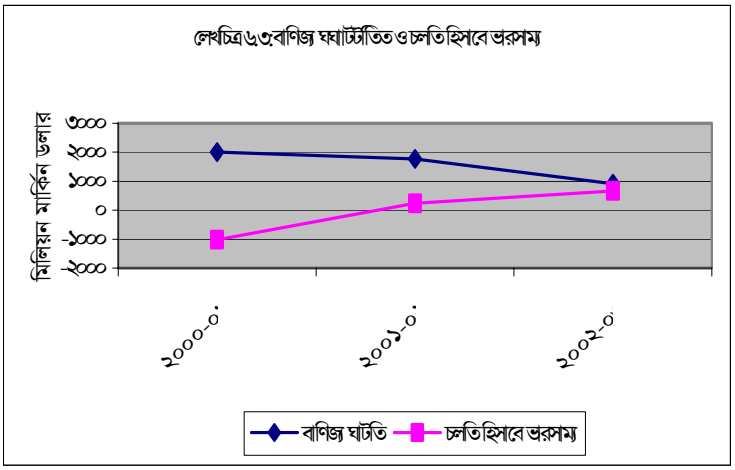

জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০০৪ সময়কালে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত দাঁড়ায় ২৫২ মিলিয়ন ডলার (সাময়িক) যেখানে পূর্ববর্তী অর্থ বছরে একই সময়ে ২১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত ছিল। রপ্তানি আয় এবং রেমিটেন্স বৃদ্ধির বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে চলতি অর্থবছরের শেষ নাগাদ সার্বিক লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতির আরও উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

সারণি ৬.৭: বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য*

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

খাতসমূহ	২০০০-০১	২০০১-০২	২০০২--০৩**	২০০২-০৩ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)	২০০৩-০৪*** (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)
বাণিজ্য ভারসাম্য	**-২০১১**	**-১৭৬৮**	**-২২০৭**	**-৯১৬**	**-১২০৩**
রপ্তানি, এফওবি (ইপিজেডসহ)১/	৬৪১৯	৫৯২৯	৬৪৯২	৪১৮৩	৪৭৪৮
আমদানি, সিআইএফ (ইপিজেডসহ)	-৮৪৩০	-৭৬৯৭	-৮৬৯৯	-৫০৯৯	-৫৯৫১
সেবা	**-৯১৪**	**-৪৯৯**	**-৬৮৮**	**-৪৯০**	**-৪৩৮**
গ্রহণ	৭৫৯	৮৬৫	৮৮৭	৪৮২	৬৯৬
প্রদান	-১৬৭৩	-১৩৬৪	-১৫৭৫	-৯৭২	-১১৩৪
আয়	**-২৬৪**	**-৩১৯**	**-১৯৫**	**-১১৫**	**-১৫৯**
গ্রহণ	৯৭	৫০	৬৪	৪৪	৩৩
প্রদান	-৩৬১	-৩৬৯	-২৫৯	-১৫৯	-১৯২
চলতি স্থানান্তর	**২১৭১**	**২৮২৬**	**৩৪১৮**	**২১৯১**	**২৪২৮**
সরকারি	৭২	৬৯	৬০	৪২	১১
বেসরকারি	২০৯৯	২৭৫৭	৩৩৫৮	২১৪৯	২৪১৭
তন্মধ্যেঃ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থ	১৮৮২	২৫০১	৩০৬২	১৯৭২	২১৯১
চলতি হিসাবের ভারসাম্য	**-১০১৮**	**২৪০**	**৩২৮**	**৬৭০**	**৬২৮**
মূলধনী হিসাব	**৪৩২**	**৪১০**	**৩৯২**	**১৪০**	**৭৪**
মূলধনী হস্তান্তর	৪৩২	৪১০	৩৯২	১৪০	৭৪
আর্থিক হিসাব	**৩৫২**	**১১৪**	**২১৮**	**-২৬৭**	**-২৮৪**
(১)সরাসরি বিনিয়োগ	১৭৪	৬৫	৯২	৩২	৫৭
(২)পোর্টফলিও বিনিয়োগ	০	-৬	২	২	১
(৩)অন্যান্য বিনিয়োগ	১৭৮	৫৫	১২৪	-৩০১	-৩৪২
মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (এমএলটি) ২/	৭৯০	৭৩৩	৯৩৭	৩২০	২৯৭
এমএলটি এমোরটাইজেশন পেমেন্ট	-৪১৬	-৪২১	-৪৩১	-৩০২	-২৭০
অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদী ঋণ (নীট)	-১৩	-৪২	-২০	-২৫	-৩৪
অন্যান্য স্বল্পমেয়াদী ঋণ (নীট)	৩১	৬৩	১৪২	-১৫	-১৮
অন্যান্য পরিসম্পৎ	-৬৮	-৫২	-৮১	-৪০	-৬৪
বাণিজ্য ঋণ (নীট)	-২৬০	-২৫৩	-৪৯৪	-৩৪৭	-২৬৩
বাণিজ্যিক ব্যাংক	১১৪	২৭	৭১	১০৮	১০
পরিসম্পৎ	১৪৭	-৯০	২১৭	১৬০	৩২
দায়	-৩৩	১১৭	-১৪৬	-৫২	-২২
ভুল -ভ্রান্তি	**-৪৭**	**-৩৫৬**	**-১২৩**	**-৩২৯**	**-১৬৬**
সার্বিক ভারসাম্য	**-২৮১**	**৪০৮**	**৮১৫**	**২১৪**	**২৫২**
সংরক্ষিত পরিসম্পৎ	**২৮১**	**-৪০৮**	**-৮১৫**	-২১৪	-২৫২
বাংলাদেশ ব্যাংক	২৮১	-৪০৮	-৮১৫	-২১৪	-২৫২
পরিসম্পৎ	৩০২	-২৭৬	-৮৮৭	-১৯৬	-২৯০
দায় ৩/	-২১	-১৩২	৭২	-১৮	৩৮

উৎসঃ পরিসংখ্যান বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক।

* আই এম এফ মাল্টি সেক্টর স্ট্যাটিসটিকস মিশন আগস্ট,২০০২ এর পরামর্শ অনুযায়ী পুনঃশ্রেণীকৃত।

** সংশোধিত

*** সাময়িক

১। ইপিবি কর্তৃক রিপোর্টকৃত স্থানীয় বিক্রয় (local sales) বাদে । BOP -এর নির্ভুলতার স্বার্থে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে।

২। সাপ্লায়ার্স ক্রেডিট (reclassified as trade credit) বাদে।

৩। এশিয়ান ক্লিয়ারিং ইউনিয়নসহ